১২৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

# বুয়েট শিক্ষক সমিতির সঙ্গে পদত্যাগী ১৫ শিক্ষকের নতুন করে দ্বন্দ্ব

**বুয়েট রিপোর্টার ॥** প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্যদের সাথে স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগপত্র দাখিলকারী ১৫ শিক্ষকের নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। শিক্ষক সমিতি বার বার ১৫ শিক্ষকের অপসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে আসছে। অপরপক্ষে পদত্যাগী শিক্ষকগণ বলছেন, শিক্ষক সমিতি তাঁদের অপসারণ দাবি করতে পারে না। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের অপসারণ করা হলে তাঁরা আইনের আশ্রয় নেবেন।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান পদত্যাগকারী ১৫ শিক্ষকের ব্যাপারে বলেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে, শিক্ষকদের সম্বন্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। এমনকি তাঁরা এখনও শিক্ষকদের সম্বন্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের পক্ষে ঐ ১৫ শিক্ষকের সাথে কাজ করা কষ্টকর। ডঃ হাসিব আরও বললেন, শিক্ষক সমিতির সর্বশেষ বৈঠকে সর্বোচ্চ সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন এবং ১৫ জনের অপসারণ দাবি করেন। বুয়েটের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁদের অপসারণ দাবি করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সমপাদক উল্লেখ করেন।

এদিকে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় তাদের ছ'মাস পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঈদের আগে তাদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। ঈদের পরে একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হবে তাদের রেজিস্ট্রেশন কবে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই চলতি টার্মের প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। ঈদের পরে তাদের রেজিস্ট্রেশন হলে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না।

স্থাপত্য বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দু'জন ছাত্র সকল ছাত্রের পক্ষে দরখাস্ত করেছে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। কিন্তু বিভাগীয় অফিস থেকে জানা যায়, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আলাদাভাবে দরখাস্ত লিখতে হবে।

স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগকারী শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে এবং স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন না হলে ঈদের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের ঝামেলার আশঙ্কা করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে আগামী ৫ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বুয়েটের ক্লাস বন্ধ থাকবে। ১৫ এপ্রিল থেকে আবার ক্লাস শুরু হবে।